Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 12-04-2026 14:48 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৮ চৈত্র ।। ১৪৩২।। রবিবার ১২ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩১০ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

মাইক্রো সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 12-04-2026 14:48 Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৮ চৈত্র ।। ১৪৩২।। রবিবার ১২ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩১০ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

ভোটের মুখে ব্রিটিশ রাজ প্রসঙ্গ অভিষেকের পোস্টে, মনে করালেন '৪৪০-ভোল্টের ঝটকা'

দীর্ঘ ২১ ঘণ্টা বৈঠক, তবুও ভেস্তে গেল ইরান-আমেরিকা শান্তি আলোচনা

মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি তুলে দেবেন বিজেপির হাতে! কালই পাটনায় বৈঠকে নীতীশ

উত্তরে বন্যার সময় কলকাতায় উৎসবে মত্ত তৃণমূল!

শিলিগুড়ির সভা থেকে

সরাসরি আক্রমণ প্রধানমন্ত্রীর

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ উত্তরবঙ্গ যখন বন্যায় ভাসছিল, তৃণমূল তখন কলকাতায় উৎসবে মত্ত ছিল ।উন্নয়নের বাজেটে বরাদ্দ নেই, অথচ ভোটব্যাঙ্ক তোষণে বিপুল খরচ করছে রাজ্য। রবিবার শিলিগুড়ির জনসভা থেকে এই ভাষাতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর সাফ দাবি, পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূলের বিদায় এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

এ দিন উত্তরবঙ্গের মাটির টান আর আবেগকে হাতিয়ার করে সুর চড়ান প্রধানমন্ত্রী। শিলিগুড়ির মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গকে ইচ্ছা করে পিছিয়ে রেখেছে তৃণমূল। কাজ করেনি। কাজ হতে দেয়নি। কেন্দ্রের টাকা ব্যবহার করেনি। নির্মম এই সরকার মাদ্রাসার জন্য ৬ হাজার কোটির বাজেট বরাদ্দ করেছে। কিন্তু এত বড় উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করেনি। নিজেদের বিশেষ ভোটব্যাঙ্ক তুষ্ট করতেই ওরা ব্যস্ত। যখন এখানে এত বৃষ্টি হল, চারদিকে হাহাকার, তখন তৃণমূলের সরকার কলকাতায় উৎসব পালন করছিল।'

নির্বাচনী প্রচারে এসে শিলিগুড়ি করিডরের গুরুত্ব এবং নিরাপত্তা নিয়ে তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তোলেন মোদী। তাঁর অভিযোগ, 'দেশে একটা টুকরে টুকরে গ্যাং আছে। সেই গ্যাং শিলিগুড়ি করিডরকে কাটার হুমকি দিয়েছিল। উত্তর-পূর্বকে দেশ থেকে আলাদা করতে চেয়েছিল। তেমন লোকজনকে তৃণমূল রাস্তা থেকে সংসদ পর্যন্ত সমর্থন করে।' প্রধানমন্ত্রীর দাবি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই করিডরকে সুরক্ষা ও সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাবে ।উন্নয়ন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানান, তৃণমূলের বাধার কারণেই পোরবন্দর থেকে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত করিডরের কাজ আটকে আছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে এখানে ক্যানসার হাসপাতাল, আইআইটি এবং ফ্যাশন ইনস্টিটিউটের মতো প্রতিষ্ঠান গড়া হবে। চা-বাগানের শ্রমিকদের দুরবস্থা নিয়ে তিনি বলেন, 'আপনাদের এখানকার চায়ের স্বাদ আমার চেয়ে ভাল আর কে জানবে! অথচ চা-বাগানের উন্নতিতে নজর দেয়নি তৃণমূল।' উল্টে প্রতিবেশী অসমের বিজেপি সরকার চা শ্রমিকদের জমির পাট্টা ও প্রভূত সাহায্য করেছে বলে উদাহরণ দেন তিনি ।আদিবাসী ও মহিলাদের ক্ষমতায়নে বিশেষ জোর দেন মোদী। শিলিগুড়ির মেয়ে রিচা ঘোষের ক্রিকেটে সাফল্যের প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গের মেয়ে রিচা ঘোষ এত লম্বা লম্বা ছক্কা মেরেছিল। আমি ওর আত্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত।' বিজেপি ক্ষমতায় এলে মহিলাদের জন্য ৩ হাজার টাকা ভাতা এবং ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। অনুপ্রবেশ ইস্যু টেনে তাঁর আক্রমণ, 'অনুপ্রবেশকারীদের জন্য উত্তরবঙ্গে সামাজিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। স্থানীয়েরা কাজ হারাচ্ছেন।' পরিবর্তনের ডাক দিয়ে মোদীর আর্জি, 'বামেদের সুযোগ দিয়েছেন। তৃণমূলকে সুযোগ দিয়েছেন। মোদীকে একটা সুযোগ দিন।' ৪ মে-র পর রাজ্যে নতুন সরকার আসবে এবং সব গুন্ডা-মাফিয়াদের জেলে পাঠানো হবে বলে হুঙ্কার দেন তিনি। তাঁর কথায়, 'পশ্চিমবঙ্গ আর সহ্য করবে না। আর নয়, ভয় নয়। ভরসা চাই। এটাই বিজেপির মন্ত্র।' এ দিনের ভিড় দেখে মোদী কার্যত নিশ্চিত, তৃণমূলের বিদায়ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। সবশেষে তাঁর আবেগঘন বার্তা, 'আপনাদের জন্য লড়াই চালিয়ে যাব। আপনাদের জন্যেই বাঁচব।'

সব কাঁচা বাড়ি পাকা হবে'

ওন্দায় 'সংকল্প' মমতার

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ পাকা বাড়ি আর ঘরে ঘরে পানীয় জলের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাঁকুড়ার ওন্দায় নির্বাচনী দামামা বাজালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার ওন্দা হাই স্কুল ফুটবল মাঠের জনসভা থেকে বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ শানিয়ে তৃণমূল নেত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, রাজ্যের প্রতিটি কাঁচা বাড়িকে পাকা করা এবং ঘরে ঘরে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়াই এখন তাঁর প্রধান লক্ষ্য। অমিত শাহের সফরের ঠিক পরের দিনই ওন্দার মাটি থেকে বিজেপিকে কড়া ভাষায় বিঁধলেন তিনি। বক্তব্যের শুরুতেই মেহনতি মানুষের আশ্রয়ের প্রশ্নে মমতা বলেন, 'আমরা ১ কোটি ৩০ লক্ষ কাঁচা বাড়ি পাকা করে দিয়েছি। এ বার আমাদের সংকল্প আগামী দিন এখন যে সব কাচা বাড়ি আছে, সব পাকা বাড়ি আমরা করে দেব। যাতে মানুষ একটা আশ্রয় পান। সব বাড়িতে জলের কল পৌঁছে যাবে।' কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক ক্ষমতাকে কটাক্ষ করে তিনি জানান, বিজেপি যতই মিথ্যে প্রচার করুক, মানুষের পাশে তৃণমূলই থাকে। তাঁর কথায়, 'ওরা যতই প্রচার করুক আর মিথ্যে কথা বলুক। অনেক পয়সা আছে তো ওদের।' নির্বাচন কমিশনের নির্ঘণ্ট এবং বাঁকুড়ার প্রচণ্ড দাবদাহ নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। ভোটারদের সতর্ক করে তাঁর পরামর্শ, 'ইভিএম মেশিন চেক করুন ।সার্টিফিকেট না-নিয়ে বার হবেন না গণনাকেন্দ্র থেকে।'

সুরলোকে সুরসম্রাজ্ঞী

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ সঙ্গীতজগতে নক্ষত্রপতন। ৯২ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোসলে। রবিবার দুপুরে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। চিকিৎসক প্রতীত সমদানি জানান, একাধিক অঙ্গ বিকল হওয়ার কারণেই এই প্রয়াণ। শনিবার সন্ধ্যায় আচমকা অসুস্থ বোধ করায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল ।ছেলের আনন্দ ভোসলের বয়ানে, 'আজ আমার মা মারা গিয়েছেন। আগামিকাল সকাল ১১টায় লোয়ার পারেলের কাসা গ্র্যান্ডে এসে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন সকলে। কাল বিকেল ৪টেয় শিবাজি পার্কে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।' এর আগে শিল্পীর নাতনি জনাই জানিয়েছিলেন, ফুসফুসে সংক্রমণ ও ক্লান্তির কথা। সুস্থতার কামনায় মোদী থেকে অনুপম খের; সকলেই প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না ।শোকাতুর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'মহান সঙ্গীতপ্রতিভা আশা ভোসলের প্রয়াণে গভীর ভাবে শোকাহত। গায়িকা হিসেবে তিনি ছিলেন এক জন অনুপ্রেরণা, যিনি প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করেছেন।' তিনি আরও জানান, 'তিনি বহু বাংলা গানও গেয়েছেন এবং বাংলাতেও অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ২০১৮ সালে আমরা তাঁকে আমরা বঙ্গবিভূষণ সম্মানে ভূষিত করতে পেরেছিলাম।'

পদ্মবিভূষণ থেকে দাদাসাহেব ফালকে; প্রাপ্তির ঝুলি ছিল পূর্ণ। তাঁর প্রয়াণে ভারতীয় মার্গসঙ্গীত ও চলচ্চিত্রের এক স্বর্ণযুগের অবসান ঘটল। গানের ডালি সাজিয়ে সুরের সম্রাজ্ঞী পাড়ি দিলেন।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 12-04-2026 14:48 Page 3

অতল জলেই সোনার কারখানা !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বিজ্ঞানীরা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরে একটি আকর্ষণীয় বিষয় আবিষ্কার করেছেন, যা ব্যাখ্যা করে পৃথিবীতে কীভাবে বিশাল সোনার ভান্ডার গঠিত হয়। এই গবেষণাটির নেতৃত্ব দিয়েছে জার্মানির একটি সামুদ্রিক ভূতত্ত্ববিদের দল।একটি বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, নিউজিল্যান্ডের নিকটবর্তী সমুদ্রগর্ভস্থ আগ্নেয় অঞ্চলগুলি প্রাকৃতিক 'সোনার কারখানা' হিসেবে কাজ করে এবং মূল্যবান ধাতুর বিশাল ভাণ্ডার তৈরি করে।গবেষকদের দাবি, এই প্রক্রিয়াটি পৃথিবীর গভীরে শুরু হয়। সমুদ্রতলের নীচে টেকটনিক প্লেটগুলির স্থানান্তরের ফলে সৃষ্ট তাপ ও চাপের কারণে শিলা গলে যায় এবং এমন তরল পদার্থ নির্গত করে যা সোনা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।বিজ্ঞানীরা জলের নীচে লাভা দ্রুত ঠান্ডা হয়ে তৈরি হওয়া আগ্নেয় কাচের ৬৬টি নমুনা বিশ্লেষণ করেছেন। এই নমুনাগুলিতে সাধারণ শিলার তুলনায় অস্বাভাবিকভাবে বেশি পরিমাণে সোনা পাওয়া গিয়েছে।সোনা প্রায়শই সালফারের সঙ্গে যুক্ত থাকে, গলন

প্রক্রিয়ার সময় আলাদা হয়ে যায় এবং লাভার সঙ্গে বাহিত হয়। এটি অবশেষে সমুদ্রতলের হাইড্রোথার্মাল ভেন্টের মাধ্যমে জমা হয়ে কঠিন খনিজ পদার্থ গঠন করে।এই গবেষণাটি তুলে ধরেছে যে, একসময় সাধারণ বলে মনে করা অঞ্চলগুলিতেও সোনা এবং তামার উল্লেখযোগ্য মজুদ থাকতে পারে।এই আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের মূল্যবান খনিজটি কীভাবে গঠিত হয় তা আরও ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করতে পারে এবং ভবিষ্যতে সম্ভাব্য সমুদ্রগর্ভস্থ সম্পদ শনাক্ত করতে সাহায্য করতে পারে।

শান্তিপূর্ণ শিম্পাঞ্জিরা এক মারাত্মক গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বছরের পর বছর ধরে, উগান্ডার কিবালে ন্যাশনাল পার্কের শিম্পাঞ্জিরা যেন সবকিছু গুছিয়ে নিয়েছিল। প্রায় ২০০ সদস্যের 'এনগোগো' দলটি একটি স্থিতিশীল ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। তারা একসঙ্গে শিকার করত, নিজেদের এলাকা রক্ষা করত এবং এমনকি প্রতিবেশী দলগুলিকে হারিয়ে এলাকা আরও প্রসারিত করত। তারা বেশ ভালভাবেই টিকে ছিল। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, তারপরেই হঠাৎ করে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে। ২০১৫ সালের দিকে, দলটি ছোট ছোট দলে বিভক্ত হতে শুরু করে। এক সময়কার অত্যন্ত শক্তিশালী সম্প্রদায়টি ধীরে ধীরে খণ্ড-বিখণ্ড হতে শুরু করে।কোনও একটি নাটকীয় কারণে দলটি বিভক্ত হয়নি। বরং, একের পর এক ছোট ছোট পরিবর্তন দলটিকে দুর্বল করে দিতে শুরু করেছিল। বিভিন্ন উপদলের মধ্যে সামাজিক সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করা কিছু প্রধান পুরুষ শিম্পাঞ্জির বেশিরভাগই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। সেই সময়ে, একজন নতুন আলফা পুরুষ ক্ষমতার শীর্ষে বসে। নেতৃত্বের পরিবর্তন প্রায়শই উত্তেজনা সৃষ্টি করে। দলকে একত্রিত করে রাখা সেই নেতাদের অনুপস্থিতিতে বিভাজনগুলি সামলানো আরও কঠিন হয়ে পড়ে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, শিম্পাঞ্জিরা একে অপরের থেকে দূরে বেশি সময় কাটাতে শুরু করে এবং অবশেষে বনের বিভিন্ন অংশে চলে

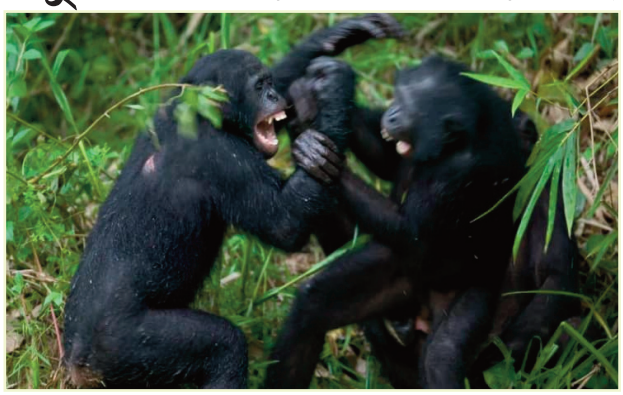

যায়।২০১৮ সাল নাগাদ দলটি সম্পূর্ণ ভাগ হয়ে গিয়েছিল। দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে আর কোনও এলাকা ভাগাভাগি হয় না, সম্পর্ক বা এমনকি প্রজননও বন্ধ। যা একসময় তাদের যৌথ এলাকার কেন্দ্র ছিল, তা সীমান্তে পরিণত হয়, যা প্রতিটি গোষ্ঠী সক্রিয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করত। বিভাজন আরও সুস্পষ্ট হওয়ার পরেই পরিস্থিতি পাল্টে যেতে শুরু করে।পরিস্থিতি প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত খারাপ হতে শুরু করল। ছোট দলটি শুধু চুপচাপ সরে যায়নি। তারা অপর পক্ষের উপর আক্রমণ শুরু করে দিল। এগুলি কোনও আকস্মিক সংঘর্ষ ছিল না। এগুলি ছিল পরিকল্পিত, যার লক্ষ্য ছিল প্রায়শই প্রথমে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শিম্পাঞ্জিরা এবং পরে আরও কম বয়সী শিম্পাঞ্জিরা। সবচেয়ে অস্বস্তিকর বিষয় হল, এই দলগুলি শুরু থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। এই শিম্পাঞ্জিদের অনেকেই এক সঙ্গে বড় হয়েছে, এক সঙ্গে শিকার করেছে এবং একে অপরের উপর নির্ভরশীল ছিল।তাহলে সমস্যা কোথায় হল? এর কোনও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। একটি সম্ভাবনা হল, দলটি নিজেদের ভালর জন্য প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বড় হয়ে গিয়েছিল। সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতাও বেড়ে গিয়েছিল, যদিও খাদ্যের কোনও অভাব ছিল না। এক অর্থে, তাদের সাফল্যই হয়তো সেই চাপ তৈরি করেছিল যা শেষ পর্যন্ত তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ায় এবং উত্তেজনা বাড়তে থাকায়, এই বিভাজন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, স্থিতিশীলতা কত দ্রুত ভেঙে পড়তে পারে। এটি মনে করিয়ে দেয় যে, এমনকি সবচেয়ে স্থিতিশীল ব্যবস্থাও এক সূক্ষ্ম ভারসাম্যের উপর নির্ভর করে। যখন সেই ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়, তখন পরিস্থিতি প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত বদলে যেতে পারে।

রাত হলেই বাড়িতে বাদুড়ের আনাগোনা ?

এখনই সাবধান হোন

নয়া জামানা ডেক্স ঃ অনেকেই রাতে আকাশে বাদুড় উড়তে দেখলে অস্বস্তি বা ভয় অনুভব করেন। লোককথা, সিনেমা কিংবা অজানা ভয়ের কারণে বাদুড়কে প্রায়ই নেতিবাচকভাবে দেখা হয়। কিন্তু বাস্তবে, যদি আপনি নিয়মিত আপনার বাড়ির ওপর বা আশেপাশে বাদুড় উড়তে দেখেন, তবে সেটি আপনার বাগান ও পরিবেশের জন্য বেশ ইতিবাচক একটি লক্ষণ হতে পারে।

প্রথমত, বাদুড় প্রাকৃতিক কীটনাশক হিসেবে কাজ করে। একটি ছোট বাদুড় এক রাতে হাজার হাজার পোকামাকড় খেয়ে ফেলতে পারে। এর মধ্যে মশা, পোকা, গুবরে পোকা এবং ফসলের ক্ষতিকর কীটপতঙ্গও থাকে। ফলে আপনার বাগানে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার কমানো সম্ভব হয়, যা মাটি ও গাছের জন্য উপকারী।

বিশেষ করে যারা বাড়িতে সবজি বা ফুলের চাষ করেন, তাদের জন্য বাদুড় একপ্রকার 'প্রাকৃতিক রক্ষাকবচ'।

দ্বিতীয়ত, বাদুড় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা খাদ্য শৃঙ্খলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং জীববৈচিত্র্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। কিছু প্রজাতির বাদুড় ফল ও ফুলের রস খেয়ে বীজ ছড়াতে সাহায্য করে, যা নতুন গাছ জন্মাতে সহায়ক। যদিও শহুরে এলাকায় এই ধরনের বাদুড় কম দেখা যায়, তবুও তাদের উপস্থিতি পরিবেশের স্বাস্থ্যের একটি ইঙ্গিত।

তৃতীয়ত, বাদুড় সাধারণত মানুষের জন্য ক্ষতিকর নয়। তারা মানুষকে এড়িয়ে চলে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে আক্রমণ করে না। অনেকেই মনে করেন বাদুড় চুলে জড়িয়ে যায় বা আক্রমণ করে;এসব ধারণা মূলত ভুল। তবে অবশ্যই তাদের স্পর্শ করা বা ধরার চেষ্টা করা উচিত নয়, কারণ যে কোনও বন্য প্রাণীর ক্ষেত্রেই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা জরুরি।আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বাদুড়ের উপস্থিতি ইঙ্গিত দেয় যে আপনার আশেপাশের পরিবেশ এখনও বাসযোগ্য ও প্রাকৃতিকভাবে সমৃদ্ধ। শহরের কংক্রিটের জঙ্গলে যেখানে সবুজের অভাব, সেখানে বাদুড় দেখা মানে আশেপাশে গাছপালা, জলাশয় বা পোকামাকড়ের উপস্থিতি রয়েছে; যা একটি সুস্থ ইকোসিস্টেমের লক্ষণ।তবে কিছু সতর্কতাও জরুরি। যদি বাদুড় আপনার বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে বা ছাদে বাসা বাঁধে, তাহলে সরাসরি বিরক্ত না করে বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া উচিত। তাদের নিরাপদে সরিয়ে দেওয়ার জন্য স্থানীয় প্রাণী সংরক্ষণ সংস্থার সহায়তা নেওয়া উত্তম।

সবশেষে বলা যায়, রাতে বাড়ির ওপর বাদুড় উড়তে দেখা ভয়ের নয়, বরং প্রকৃতির একটি উপহার। তারা নিঃশব্দে আপনার পরিবেশকে সুস্থ রাখার কাজে সাহায্য করছে। তাই পরেরবার যখন আকাশে বাদুড় দেখবেন, তখন একটু ভিন্নভাবে ভাবুন;হয়তো আপনার বাগানই পাচ্ছে একদল প্রাকৃতিক রক্ষক।

গরমে এই ফলে দেবে ম্যাজিক

নয়া জামানা ডেক্স ঃ গ্রীষ্মকাল মানেই কড়া রোদ আর হাঁসফাঁস করা গরম। আর এই মরশুমেরই অন্যতম উপহার হল কাঁচা আম। শুধু স্বাদের জন্যই নয়, তীব্র গরমে শরীর সুস্থ রাখতে কাঁচা আমের জুড়ি মেলা ভার। গরমে নিয়মিত কাঁচা আম খেলে কী কী উপকার পাবেন, জেনে নিন, তীব্র গরমে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে হিটস্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি থাকে। কাঁচা আম শরীরের অতিরিক্ত তাপ শোষণ করে শরীরকে ভিতর থেকে ঠান্ডা রাখে। বিশেষ করে কাঁচা আমের রস বা আম পোড়া শরবত খেলে শরীরের সোডিয়াম ও পটাশিয়ামের ভারসাম্য বজায় থাকে, যা সানস্ট্রোক প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকর।গরমের সময় অনেকেরই বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য বা অ্যাসিডিটির সমস্যা দেখা দেয়। কাঁচা আমে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার এবং পেকটিন, যা পরিপাকতন্ত্রকে সচল রাখতে সাহায্য করে। এটি পিত্তরস নিঃসরণ বাড়িয়ে হজম প্রক্রিয়াকে উন্নত করে। প্রতিদিন সামান্য কাঁচা আম খেলে বুক জ্বালাপোড়া বা গ্যাস অম্বলের সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যায়।কাঁচা আম ভিটামিন সি-র ভাণ্ডার। এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি বাড়াতে সাহায্য করে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 12-04-2026 14:48 Page 4

আমাকে হিন্দুত্ব শেখাতে আসবেন না, বিজেপিকে নিশানা পবিত্রর

নয়া জামানা, নন্দীগ্রাম ঃ ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের রণক্ষেত্রে এখন সবথেকে চর্চিত কেন্দ্র নন্দীগ্রাম। আর সেই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করের সাম্প্রতিক মন্তব্য ঘিরে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। একদা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দীর্ঘদিনের ছায়াসঙ্গী হিসেবে পরিচিত পবিত্র এখন তৃণমূলের টিকিটে তাঁরই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। গতকাল নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে শুভেন্দুকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন তিনি।তৃণমূল সাংসদ জুন মালিয়াকে পাশে নিয়ে পবিত্র কর অভিযোগ করেন যে, শুভেন্দু অধিকারী এলাকায় ধর্মীয় অশান্তির পরিবেশ তৈরি করছেন। তিনি বলেন, উনি কোনও ধর্মকে সম্মান করতে জানেন না। নন্দীগ্রামে এই অশান্তির রাজনীতির সমাপ্তি প্রয়োজন। নিজেকে নন্দীগ্রামের অভিভাবক দাবি করা শুভেন্দুকে বিঁধে পবিত্রর প্রশ্ন, অভিভাবক হলে এলাকার মানুষের ভালো-মন্দ দেখার দায়িত্ব তো ওঁরই ছিল, কিন্তু তিনি তা পালন করেননি।শুভেন্দু অধিকারীর পোলারাইজেশনের রাজনীতিকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে পবিত্র কর দাবি করেন, মানুষের নাম দেখলেই তাঁর ধর্ম বোঝা যায়, তা নিয়ে মঞ্চে দাঁড়িয়ে চিৎকার করার প্রয়োজন পড়ে না। শুভেন্দুর সনাতন রক্ষাকর্তা ভাবমূর্তিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন,আমাকে হিন্দুত্ব শেখাতে আসবেন না। নন্দীগ্রামে রামপূজা আমিই শুরু করেছিলাম। সেই অপরাধে আমাকে এক সময় তিন মাস দল থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত হতে হয়েছিল। আমি রামের সেবক, সনাতনের সেবক;এটা প্রমাণের জন্য আমাকে বারবার বলতে হয় না।

রবিবাসরীয় প্রচারে ফুটবল

খেললেন তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট প্রচারে রবিবার এক ভিন্নমাত্রার জনসংযোগ কর্মসূচিতে দেখা গেল তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে। প্রচারের শুরুতেই তিনি জেমুয়া এলাকায় স্থানীয় আদিবাসী যুবকদের সঙ্গে ফুটবল খেলায় অংশ নিয়ে জনসংযোগকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলেন।এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকেই রাজ্যে শুরু হওয়া তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করে জার্সি গায়ে মাঠে নেমে পড়েন তিনি। রোদঝলমলে দুপুরে মাঠে ফুটবল খেলতে দেখা যায় তাঁকে, যা ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উৎসাহ তৈরি হয়। প্রচারের ফাঁকে হঠাৎই মাঠে নেমে পড়া নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর খেলা দেখ তে ভিড় জমে যায় এলাকায়।মাঠেই দাঁড়িয়ে বিরোধীদের উদ্দেশে তিনি পরোক্ষ বার্তা দেন, খেলা হবে। পায়ে বল আর মুখে জয় বাংলা স্লোগান নিয়ে তিনি যুবসমাজের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। পরে প্রচার শেষে তিনি আরও একবার বলেন, এবার খেলা খেলা খেলা হবে।উল্লেখ্য, আগামী ২৩ এপ্রিল প্রথম দফাতেই পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় ভোট গ্রহণ হবে। হাতে মাত্র ১১ দিন থাকায় সব রাজনৈতিক দলই শেষ মুহূর্তের প্রচারে জোর দিচ্ছে। তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও সেই লক্ষ্যেই রবিবারের প্রচার কর্মসূচিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন।এই কেন্দ্রে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে। তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বিপরীতে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে এই কেন্দ্রে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে দিয়েছিলেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি, তবে ২০২১ সালের নির্বাচনে তিনি বিজেপির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন তৃণমূল প্রার্থীর কাছে। এবার ফের একবার রাজনৈতিক লড়াইয়ে মুখোমুখি হয়েছেন এই দুই প্রাক্তন সহকর্মী।রবিবারের প্রচারে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সরাসরি কারও নাম না নিলেও তাঁর জনসংযোগ ও মাঠে নেমে খে লাধুলার মাধ্যমে যুবসমাজকে বার্তা দেওয়ার কৌশল রাজনৈতিক মহলে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোটের ময়দানে প্রতীকীভাবে খেলার বার্তা দিয়ে তিনি বিরোধীদের উদ্দেশে আত্মবিশ্বাসের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

মা ও শিশুর দগ্ধ দেহ উদ্ধার

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ সন্দেশখালিতে মা ও তাঁর তিন মাসের শিশুকন্যার দগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রহস্য ঘনীভূত হয়েছে এবং স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মণিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নলপাড়া এলাকায় শনিবার রাতে নিজের বাড়ির ভেতর থেকে সুনিতা মাইতি (৩৫) এবং তাঁর তিন মাসের কন্যা শ্রুতির দগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবি, ওই রাতে বিপ্লব মাইতি আইপিএল খে লা দেখে ঘুমিয়ে পড়েন। পরে ভোররাতে ঘুম ভেঙে তিনি স্ত্রী ও সন্তানকে খুঁজে না পেয়ে বাড়ির দোতলায় গিয়ে একটি ঘরের ভেতর একটি বাক্সে দগ্ধ দেহ দেখ তে পান বলে জানান। খবর দেওয়া হয় স্থানীয়দের, এরপর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ দুটি উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়, যেখানে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, পারিবারিক অশান্তি দীর্ঘদিন ধরে চলছিল। স্থানীয়দের একাংশের ধারণা, পারিবারিক বিবাদের জেরেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতে পারে। তবে এটি আত্মহত্যা নাকি এর পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, সমস্ত সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং মৃতার স্বামী বিপ্লব মাইতিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ফরেনসিক দল তদন্তে নেমেছে। মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।এদিকে এলাকায় উত্তেজনা থাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ভোটের আবহে ঘটনাটি সংবেদনশীল হওয়ায় পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ময়নাতদন্ত রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না। বসিরহাট পুলিশ জেলার সুপার অলকানন্দা ভাওয়াল জানিয়েছেন, এই ঘটনায় থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। তিনি বলেন, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে, দোষী প্রমাণিত হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এবং স্থানীয়রা দ্রুত ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়েছেন।

বিজেপি করায় গৃহবধূকে পিটিয়ে খুন

নয়া জামানা, মিনাখাঁ ঃ বিজেপি করার অপরাধে এক গৃহবধূকে পিটিয়ে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। মৃতার নাম অদিপ্তা দাস। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিধানসভা নির্বাচনের আগে মিনাখাঁ ব্লকের রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে।শনিবার রাতে হাড়োয়া থানা এলাকায় শ্বশুরবাড়ি থেকে অদিপ্তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতার বাপের বাড়ির অভিযোগ, ২০২১ সালে তৃণমূল নেতা সুব্রত দাস জোর করে অদিপ্তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে নিজের ছেলে রাহুলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। বিয়ের পর থেকেই তাঁর ওপর চলত অকথ্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। অদিপ্তার কাকা, জনৈক বিজেপি কর্মী দীপক দাসের দাবি, তাঁরা বিজেপি করেন বলেই পরিকল্পনা করে এই বিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং ক্রমাগত খুনের হুমকি দেওয়া হত। তাঁদের অভিযোগ, শনিবার রাতে রাহুল ও সুব্রত মিলে অদিপ্তাকে পিটিয়ে মেরে প্রমাণ লোপাটের জন্য ঝুলিয়ে দেয়। মৃতার মুখে রক্তের দাগ ছিল বলেও দাবি করেছেন পরিজনরা।পাল্টা দাবিতে শ্বশুরবাড়ি ও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, এটি নিছকই আত্মহত্যা।

তাঁদের দাবি, অদিপ্তা ও রাহুল ভালোবেসেই বিয়ে করেছিল, যা তরুণীর পরিবার মেনে নেয়নি। তৃণমূলের অভিযোগ, আগামী ২৯ তারিখের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাজার গরম করতেই বিজেপি এই 'মৃত্যু' নিয়ে রাজনীতি করছে।

ফের উত্তপ্ত ভাঙড়, নওশাদের গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা

নয়া জামানা, ভাঙড় ভোটের আগে ফের উত্তপ্ত ভাঙড়। আইএসএফ প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকীর গাড়ি লক্ষ্য করে হামলার অভিযোগ উঠল শনিবার সন্ধ্যায় ভাঙড়ে। মঞ্চে বক্তব্য চলাকালীন তাঁর গাড়িতে ইট ছোড়া হয় বলে দাবি।ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় বিধানসভার দু'নম্বর ব্লকের চড়িস্বর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই এলাকায় সভা চলার সময় হঠাৎই নওশাদের গাড়িকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি শুরু হয়। ঘটনার পরপরই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং আইএসএফ কর্মীরা প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিক্ষোভকারীদের অবরোধের জেরে ঘটকপুকুর এলাকায় আটকে পড়েন ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল প্রার্থী বাহারুল ইসলাম।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয় এবং দুষ্কৃতীদের খোঁজে শুরু হয় তল্লাশি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং কারা এই হামলার সঙ্গে জড়িত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।এর আগে গত কয়েকদিন ধরে ভাঙড়ে একাধিকবার রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটের আগে এই ধরনের সংঘর্ষ পরিস্থিতি আরও অশান্ত করে তুলছে। প্রশাসন জানিয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কড়া নজরদারি রাখা হচ্ছে। এলাকায় শান্তি ফেরাতে প্রশাসন স্থানীয় নেতৃত্বদের সঙ্গে বৈঠক করার পরিকল্পনাও নিচ্ছে। ভাঙড়ের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। রাজনৈতিক দলগুলির তরফে একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ অব্যাহত রয়েছে। ফলে ভোটের আগে ভাঙড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার দাবি উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এলাকায় বারবার অশান্তি হওয়ায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। তাঁদের দাবি, প্রশাসন দ্রুত কঠোর পদক্ষেপ না নিলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। অন্যদিকে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই ঘটনা ভোটের ফলাফলেও প্রভাব ফেলতে পারে। নওশাদ সিদ্দিকীর অভিযোগকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে এলাকায়। তৃণমূল ও আইএসএফ দুই পক্ষই একে অপরকে দায়ী করলেও পুলিশ এখনও পর্যন্ত নিরপেক্ষ তদন্ত চালাচ্ছে বলে জানিয়েছে। ঘটনার পর থেকে এলাকায় একাধিক জায়গায় পুলিশি পিকেট বসানো হয়েছে যাতে নতুন করে অশান্তি না ছড়ায়। উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা পুরো পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন এবং নিয়মিত রিপোর্ট সংগ্রহ করা হচ্ছে। ভোটের আগে এমন ঘটনা রাজনৈতিক পরিবেশকে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে বলে মত বিশ্লেষকদের। এদিকে নির্বাচন কমিশনকে দ্রুত কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে বিভিন্ন বিরোধী দল। তারা দাবি করেছে, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা জরুরি। বর্তমান পরিস্থিতিতে ভাঙড়কে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক তৎপরতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ মানুষের আশা, দ্রুত শান্তি ফিরে আসবে এবং স্বাভাবিক জীবন পুনরায় স্থিতিশীল হবে। প্রশাসন ও রাজনৈতিক মহল উভয়েই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা চালালেও এলাকায় উত্তেজনার পারদ এখনও পুরোপুরি কমেনি এবং আগামী দিনে নতুন কোনো অঘটন ঘটে কিনা তা নিয়ে সতর্ক নজর রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 12-04-2026 14:48 Page 5

দুশো বছরের প্রাচীন নৌ শিল্পের

আস্তানা হুগলির বলাগড়

ভেসে যায় আদরের নৌকো/ তোমাদের ঘুম ভাঙে কলকাতায় বাংলা ব্যান্ড চন্দ্রবিন্দুর আদরের নৌকা গানটির এই লাইন দুটি এই মুহূর্তে কতটা প্রাসঙ্গিক, তার একটা আন্দাজ দিতেই এই লেখা। নৌকার সঙ্গে নাগরিক জীবনের আর কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। এককালে ছিল। পাতাম, ডিঙ্গি, লম্বা পদি, বাচারি, নায়রী, ইলশা, সওদাগরী, কোষা, গয়না, পানসি, ছুঁইওয়ালা বা একমালাই, বজরা, ময়ূরপঙ্খী , এদের তখন কত দর! একসময় এরাই ছিল মারুতি সুজুকি, হন্ডাই, টাটা, মহিন্দ্রা, মার্সিডিজ, বিএমডাব্লু অথবা অডি। ভিন্ন ভিন্ন নাম, ভিন্ন ভিন্ন মান, ভিন্ন ভিন্ন দাম, ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনীয়তা।

সে এক অন্য সভ্যতা। আর এখন? এখন শুধু নদীতীর ও চরগ্রামের মানুষের বন্ধন ধরে রেখেছে নৌকা । তাই আজও নৌকার জোগান দিয়ে চলেছে নৌকাশিল্পের পীঠস্থান বলাগড় ।গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে অবস্হিত, হুগলি জেলার অর্ন্তগত বলাগড়। নৌশিল্প ছাড়া প্রাচীন মন্দির-পুরাকীর্তির জন্যও বলাগড়কে ঐতিহাসিক স্থান বলা চলে। কাছেপিঠে ঘোরাঘুরির জন্য তো বটেই ঐতিহাসিকদের গবেষণার জন্যেও বাংলার এই স্থানটি প্রসিদ্ধ। দুশো বছরেরও বেশি প্রাচীন নৌশিল্পের আঙ্খ স্তানা। ইতিহাস ঘাঁটলে এর সঙ্গে জুড়ে যাবে প্রাচীন সপ্তগ্রাম বন্দর, আকবরের শাসনকাল, পর্তুগিজ দস্যু আর বারো ভুঁইয়াদের কালপঞ্জি।

ব্রিটিশ আমলের আগে থেকে চলে আসা এই শিল্পের

খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে এ রাজ্য ছাড়িয়ে, ভিন রাজ্যেও। কথিত আছে ভাস্কো-দা-গামা'র সময় থেকে এখানে গড়ে উঠেছে প্রাচীন নৌশিল্প। গ্রামের পথে হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পাওয়া যাবে ছোটো বড়ো মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ বা ষাটটি কারখানা।হুগলির বলাগড়ের শ্রীপুর ও তেঁতুলিয়া গঙ্গা উপকূলবর্তী এলাকায় প্রায় ৩০০টি পরিবার এই নৌশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এই এলাকার তৈরি হওয়া নৌকা আগে এ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সরবরাহ করা হত। ঠিক তেমনই রাজ্যের বাইরে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খন্ড প্রভৃতি জায়গায় প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ হত। নৌশিল্প বলাগড় অঞ্চলে এক ঐতিহ্যবাহী শিল্প ছিল ঠিকই কিন্তু যতদিন যাচ্ছে এই শিল্প বিলুপ্তির পথে এগোচ্ছে। বিভিন্ন কারণ আছে এর নেপথ্যে।বর্ষার সময় নৌকা তৈরির মাত্রা একটু বাড়লেও অন্য সময় তা দেখা যায় না। নৌকা-শিল্পীদের অভিযোগ, ব্যবসার ক্ষেত্রে তাঁরা কোনও ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পান না। তার ফলে নৌব্যবসায়ীদের যাঁর যা পুঁজি থাকে তাই দিয়ে কোনওরকমে ব্যাবসা চলছে। কাঁচামালেরও অভাব

দেখা দিয়েছে। এর জন্যও নৌকা উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। কাজের পরিমাণ কমে যাওয়ায় এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকেরা এই এলাকায় কাজ ছেড়ে সমুদ্র উপকূল অঞ্চলের নৌকা তৈরির কারখ ানায় যোগ দিচ্ছেন। তার ফলে এই কারখ ানাগুলি না চলার একটি বড়ো কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে শ্রমিক সমস্যা।তাছাড়া আগে শাল, সেগুন কাঠ দিয়ে শক্তপোক্ত কাঠের নৌকা তৈরি করা হত। এখন এই সব কাঠের আকাশছোঁয়া দাম হয়ে যাওয়ায় খরচও পোশাতে পারছেন না নৌশিল্পীরা।

তাই তাঁরা নৌকা তৈরিতে ব্যবহার করছেন বাবলা, শিরিস এবং হার্ডউড কাঠ। কিন্তু এই কাঠগুলিও যথাযথ না পাওয়া যাওয়ায় এদিকেও তাঁরা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। আর যে সমস্ত শ্রমিকেরা অন্যত্র যেতে পারছেন না তাঁরা পরিবার বাঁচাতে এলাকায় এলাকায় ১০০ দিনের কাজে দিনমজুরের কাজ করছেন। কেউ আবার চাষের ক্ষেতে কাজ করে সংসার চালাচ্ছেন।ব্যবসায়ীরা বলছেন প্রায় দু'বছর ধরে চলা লকডাউনে কাঁচা মালের অভাব বেড়ে গিয়েছিল। করাত কল থেকে আরম্ভ করে মার্কেট, সবকিছুই বন্ধ হয়ে পড়েছিল দীর্ঘ দু'বছর। ট্রেন-বাস বন্ধ থাকার কারণে ক্রেতারাও আসতে পারছিলেন না এখানে। ফলে ব্যবসায়ে কার্যত ধস নেমেছিল, যার ক্ষত এখনও সেরে ওঠেনি। তাহলে, উপায় কি কিছুই নেই?কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার একের পর এক নানা অভিনব পদক্ষেপ করেছে। বলাগড়ের সুপ্রাচীন নৌকাশিল্পের পুনরুজ্জীবন সেই তালিকায় নতুন সংযোজন। কয়েক বছর আগে বলাগড়ের নৌকাশিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য একটি নৌকা হাব তৈরির পরিকল্পনা করে ক্ষুদ্রকুটির শিল্পদপ্তর। সেইমতো দপ্তরের মন্ত্রী বলাগড়ের নৌকাশিল্পীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এ নিয়ে আলোচনাও করেন। সেই কাজ চলছে। এছাড়া, সুদীর্ঘ এক ভৌগোলিক ইতিহাস জড়িয়ে থাকার জন্য বলাগড়ের সুপ্রাচীন নৌশিল্প এখনও ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে, নৌশিল্পীরা নতুন উদ্যোমে লড়াই চালাচ্ছেন বলাগড় নৌশিল্প বাঁচিয়ে রাখার । সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

ভেসে যায় আদরের নৌকো/ তোমাদের ঘুম ভাঙে কলকাতায় বাংলা ব্যান্ড চন্দ্রবিন্দুর আদরের নৌকা গানটির এই লাইন দুটি এই মুহূর্তে কতটা প্রাসঙ্গিক, তার একটা আন্দাজ দিতেই এই লেখা। নৌকার সঙ্গে নাগরিক জীবনের আর কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। এককালে ছিল। পাতাম, ডিঙ্গি, লম্বা পদি, বাচারি, নায়রী, ইলশা, সওদাগরী, কোষা, গয়না, পানসি, ছুঁইওয়ালা বা একমালাই, বজরা, ময়ূরপঙ্খী , এদের তখন কত দর! একসময় এরাই ছিল মারুতি সুজুকি, হন্ডাই, টাটা, মহিন্দ্রা, মার্সিডিজ, বিএমডাব্লু অথবা অডি।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।